হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 2, Issue No. 3, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 1.00, May 2012

এখন রজোগুণেরই দরকার। দেশের যে সব লোককে এখন সত্ত্বগুণী বলে মনে করছিস, তাদের ভেতর পনেরো আনা লোকই ঘোর তমোভাবাপন্ন। এক আনা লোক সত্ত্বগুণী মেলে তো ঢের! এখন চাই প্রবল রজোগুণের তাণ্ডব উদ্দীপনা।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

(বাণী ও রচনা ঃ নবম খণ্ড, পৃঃ ১৫২)

সংঘর্ষের পর শুনশান হলুদবেড়িয়া-প্রশাসন পক্ষপাতদুষ্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, মগরাহাট ঃ রবিরার রাত থেকে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষের ফলে উত্তেজনা বিরাজ করছে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মগরাহাট থানার ১৪ নম্বর উরেল চাঁদপুর এলাকায়। ঘটনার সূত্রপাত এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার হলুদবেড়িয়া মল্লিকপাড়া মোড়ে। ঘটনার ব্যাপারে স্থানীয় বাসিন্দা হাজি আবুল কালাম মল্লিক জানান, এই এলাকায় ৪ দিন ধরে একটি মেলা চলছিল। শনিবার ছিল শেষ দিন। ওই দিনই মেলায় এক রোল-চাউমিন দোকানদারের সঙ্গে রাজা নামে এক মুসলিম যুবকের বচসা বাধে। পরে মেলা কমিটির লোকজন এসে রাজাকে মারধর করে। এই ঘটনার সূত্র ধরে রবিবার সন্ধ্যায় মল্লিকপাড়া মোড়ের হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের দোকানদারদের মধ্যে তুমুল বচসা হয়। এরই মধ্যে তাপস নামে এক অটোচালককে মারধর করে কয়েকজন মুসলিম যুবক। এই ঘটনার ফলে এলাকায় উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পায়। পাশের হিন্দু অধ্যুষিত মাইতিরহাট, আতাসুর ও কামারপুকুরের কিছু তরুণ লাঠি, বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হানা দেয়। প্রাণভয়ে মুসলিম মহল্লা জনশূন্য হয়ে যায়। সেই সুযোগে হামলাকারীরা একের পর এক দোকানঘর ভাঙচুর ও লুটপাঠ করে। ওই গ্রামের বাসিন্দা মঞ্জিলা বিবি জানান, 'রবিবার রাত ৮টার সময় দেখি বোমা, রড, লাঠিসোটা নিয়ে তেড়ে আসছে কয়েকশ মানুষ। তখনই ঘর ছেড়ে পালাই। ছেলে-মেয়েদের পেটে দানা -পানি দিতে পারিনি। আমাদের সেলাই মেশিনের কারখানাও তারা ভাঙচুর করে। ৪টি জাপানি সেলাই মেশিন লুঠ করে নিয়ে যায়। এক একটা মেশিনের দাম ৫০ হাজার টাকা।' পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আশপাশের ৪টি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। পরে পুলিশ সূত্রে খবর পাওয়া গেছে, পরিস্থিতি এখন অনেকটাই শান্ত। যদিও পুলিশ ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে অস্বীকার করে। ১৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। স্থানীয় বিধায়ক নমিতা সাহা জানান, তিনি প্রশাসনকে বিষয়টি জানিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলেছেন। তিনি উভয় সম্প্রদায়ের কাছে শান্তি রক্ষার আবেদন জানিয়েছেন। ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে জানতে চাইলে ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদাররা জানান, এখনও প্রশাসনের তরফ থেকে কোনও আশ্বাস পাওয়া যায়নি। (সূত্র ঃ দৈনিক কলম পত্রিকা, ১-৫-১২)

স্বদেশ সংহতি সংবাদ পত্রিকার দপ্তরে পাওয়া ঘটনার বিবরণ ঃ উপরোক্ত সংবাদে উল্লেখিত মেলাটি মগরাহাট থানার অন্তর্গত কামারপুকুরিয়া গ্রামে বিগত ২২ বছর ধরে হয়ে আসছে। পাঁচদিনের এই মেলাটি প্রতি বছর অক্ষয় তৃতীয়া থেকে শুরু হয়। মেলার চতুর্থদিন অর্থাৎ ২৮শে এপ্রিল শনিবার সন্ধ্যায় 'দিদার আশীর্বাদ' নামে রেস্টুরেন্টে আনসার বা রাজা নামে যুবকটি কয়েকজন বন্ধু সহ খাওয়াদাওয়া করে ৮০ টাকার বিল মেটাতে একটি ৫০০ টাকার নোট দেয়। দোকানদার ঐ নোটটি জাল বলে নিতে চায় না। মেলা কমিটির কর্মকর্তারা এসে বিষয়টি মিটিয়ে দেয়। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই আনসার দশ-বারো জন্য যুবককে নিয়ে এসে ঐ দোকানটি সম্পূর্ণরূপে ভেঙে দেয় এবং মেলার মন্দিরে চরণামৃতের বাটি লাথি মেরে ফেলে দেয়, লাঠি দিয়ে মন্দিরের বাইরের টিউবলাইট গুলি ভেঙে দেয় এবং হাতের কাছে জয়ন্ত হালদারকে পেয়ে লাঠি দিয়ে মেরে তার মাথা ফাটিয়ে দেয়। তখন গ্রামের লোকজন আনসারকে ধরে ফেলে ও প্রহার করে। কমিটির কর্মকর্তরা কোনরকমে আনসারকে জনতার হাত থেকে বাঁচিয়ে স্কুল মাঠে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে। বাকি দুষ্কৃতিরা পালিয়ে যায়। রাত্রি প্রায় সাড়ে বারোটার সময় পুলিশ আসে। মেলা কমিটির কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সমস্ত রিপোর্ট লিখে নেয় এবং আনসারকে পুলিশের গাড়িতে করে নিয়ে চলে যায়। কিন্তু রাস্তায় মুসলিম প্রধান গ্রাম হলুদবেড়িয়ার মোড়ে জমা হওয়া কয়েকশো মানুষ পুলিশের গাড়ি থেকে আনসারকে ছিনিয়ে নেয়। পুলিশ মেলা কর্তৃপক্ষকে মেলা বন্ধ করে দিতে বলে। কিন্তু মাত্র একদিন মেলা বাকি থাকায় মেলা কমিটি রাজি হয় না এবং পরের দিনও মেলাতে গাজনের ধার্মিক অনুষ্ঠান চালিয়ে যায়। ২৯শে এপ্রিল রবিবার মেলা কমিটির দশ বারোজন কর্মকর্তা থানায় যায় এবং ও.সি.কে অভিযোগ জানায় যে প্রতি বছরই দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা মেলায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা হচ্ছে। তাই এর প্রতিকার করা হোক। ও.সি. প্রতিকারের কোন প্রতিশ্রুতি তো দিলেনই

শেষাংশ ২ পাতায়

ডাক্তারি ছাত্রদেরকেও পড়তে হবে ইসলামিক ইতিহাস

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল গড়ার পরিকল্পনা করছে রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতর। প্রকল্পটির বিশদ রিপোর্টও (ডিপিআর) ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছে।

মহাকরণের সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতর সূত্রের খবর আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় একটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল গড়ে তোলা হবে রাজারহাটে। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য রাজ্য সরকার যে কুড়ি একর জমি বরাদ্দ করেছে, তারই দশ একর জুড়ে পাঁচশো শয্যার হাসপাতালটি তৈরি হবে। প্রস্তাবিত মেডিক্যাল কলেজটিতে দু'শো পড়ুয়ার আসন থাকবে। ডিপিআর অনুযায়ী, পুরো প্রকল্পটি রূপায়িত করতে খরচ হবে ৫০১ কোটি টাকা।

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন মোতাবেক, সেখানকার সব পড়ুয়ারই আরবি ও ইসলামি ইতিহাস পড়া বাধ্যতামূলক। মেডিক্যালের ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রেও তা-ই হবে বলে সংখ্যালঘু দফতরের এক কর্তা জানিয়েছেন।

আলিয়ার উপাচার্য শামসুল আলম বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তুলতে সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতরে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে কিছু কাজ এগিয়েছে বলে জেনেছি।" মহাকরণ সূত্রের খবর, প্রস্তাবটি আপাতত মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদনের অপেক্ষায়। তিনিই সংখ্যালঘু দফতরেরও মন্ত্রী। চলতি অর্থবর্ষে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৯৮ কোটি বরাদ্দ হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর ছাড়পত্র পেলে প্রস্তাবিত মেডিক্যাল কলেজের ভবন তৈরির কাজও শুরু হয়ে যেতে পারে বলে দফতর সূত্রের ইঙ্গিত। এক কর্তার কথায়, ''মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স (এইচআরবিসি) আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ি বানাবে।

চলতি অর্থবর্ষেই মেডিক্যাল কলেজ ভবন তৈরির কাজ শুরু করা যাবে। এদিকে রাজ্যের সব মেডিক্যাল কলেজ এখন স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। হঠাৎ একটা মেডিক্যাল কলেজ অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকবে কেন?

সরকারি এক কর্তার ব্যাখ্যা, ''মুখ্যমন্ত্রী যদি চান, তা হলে এমনটা হতেই পারে।" তাঁর মতে, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মেডিক্যাল কলেজ হলে সংখ্যালঘু ছেলেমেয়েরা ডাক্তারি পড়ার সুযোগ বেশি পাবেন।

কিন্তু মেডিক্যালে তো ছাত্রভর্তি হয় জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার মাধ্যমে। তা হলে ওই মেডিক্যাল কলেজে মুসলিম ছাত্রছাত্রী বেশি পড়বেন, এমনটা বলা যাচ্ছে কী করে? যেখানে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সব জাতি ও ধর্মের পড়ুয়াদের জন্য উন্মুক্ত।

আলিয়ার উপাচার্য বলছেন, ''এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে বলা রয়েছে, প্রত্যেক পড়ুয়ার আরবি ভাষাশিক্ষা আবশ্যিক। যে হেতু মাদ্রাসা শিক্ষার ভাবনা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়টি গড়ে উঠেছে, তাই এখানে ইসলামি ইতিহাস পড়াও বাধ্যতামূলক।" এই নিয়মে মুসলিম ছাত্রছাত্রীরা বেশি সংখ্যায় আসতে চাইবেন বলে সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতরের ধারণা।

(সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫-৪-১২)

এও কি সম্ভব?

নাগপুরে বিজেপি ও মুসলিম লীগের আঁতাত

গত ফেব্রুয়ারী মাসে নাগপুরে পৌরসভার নির্বাচন হয়ে গেল। ১৪৫ আসনের এই পৌরসভায় কোন দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও বিজেপি ৬২টি আসনে জিতে একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করেছে। কংগ্রেস পেয়েছে ৪১টি আসন। বি.এস.পি ১৩টি আসনে জিতেছে। বিজেপি-র সর্বভারতীয় জোটসঙ্গী শিবসেনা ৬টি আসনে এবং বিজেপি নেতৃত্বাধীন 'নাগপুর বিকাশ আগাডি'র দুটি আঞ্চলিক দল ১টি করে আসন পেয়েছে। নির্দল প্রার্থীরা ১০টি আসন পেয়েছে। এছাড়া ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লীগ ২টি আসনে জিতেছে। পৌরসভায় মেয়র পদে জেতার জন্য ৭৩ জন বিজয়ী প্রার্থীর সমর্থন চাই। নির্বাচিত ১০ জন পার্ষদই বিজেপি-র সঙ্গে যোগ দিল। দুজন ক্ষুদ্র দলের নির্বাচিত সদস্যকে নিয়ে বিজেপি গোষ্ঠীর আসন সংখ্যা দাঁড়াল ৭৪। তার সঙ্গে শিবসেনার ৬ সদস্যসহ হয় ৮০। কিন্তু ঘটল আশ্চর্য ঘটনা। মেয়র পদে জেতার জন্য বিজেপি মুসলিম লীগের সঙ্গে জোট বাঁধল এবং শিবসেনাকে বাদ দিল। যদিও শিবসেনা বলছে তারা বিজেপিকেই সমর্থন করবে। শিবসেনাকে না নিয়েও বিজেপি জোটের ৭৪টি আসন হয়। অর্থাৎ প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও মুসলিম লীগের সঙ্গে আঁতাত করে বোর্ড গঠন করল বিজেপি। এবং তা নাগপুর শহরে। মুসলিম লীগের নির্বাচিত দুই সদস্যের নাম ইসরাত আনসারি ও আসলাম খান।

যে মুসলিম লীগে ভারতের মাটিকে নাপাক বলেছে, দেশমাতৃকাকে বিভাজন করেছে, বন্দে মাতরম্ বলতে অস্বীকার করেছে, পাকিস্তান তৈরি করেছে, সারা দেশে হিন্দুদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা করেছে—সেই মুসলিম লীগের অস্তিত্বই খণ্ডিত ভারতের মাটিতে থাকা উচিত ছিল না। আমাদের আত্মঘাতী বিকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার ফলেই মাতৃঘাতক মুসলিম লীগ এখনও এদেশে টিকে আছে। সেই সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগের সঙ্গে আঁতাত করল ভারতীয় জনতা পার্টি। বিশেষ সূত্রে জানা গেছে যে আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি সভাপতি নীতিন গডকড়ি নাগপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে দাঁড়াবেন। ঐ কেন্দ্রে প্রায় ২৫ শতাংশ মুসলিম ভোট। সেই ভোট পাওয়ার জন্য নাগপুর কর্পোরেশনে এই আঁতাত। কিন্তু অনেক অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষকের মতে—শুধু সেই কারণেই নয়, এটা বিজেপি-র ইমেজ পাল্টানোর জন্য একটি বিশেষ প্রচেষ্টা।

১৯৮২ সালে কলকাতার বিজন সেতুর উপর সিপিএম ঘাতক দ্বারা আনন্দমার্গের ১৭ জন সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী হত্যার ৩০ বছর পূর্তিতে স্মরণ মিছিল/স্মরণসভা। ভারত সংস্কৃতি মঞ্চের পক্ষ থেকে এই কর্মসূচী যোগদান করেছেন ডাঃ সুদীপ দাস, তপন ঘোষ ও প্রদীপ দাস।

আমাদের কথা

হিন্দু বিরোধী গভীর ষড়যন্ত্র

রাজ্যে ত্রিশ হাজার ইমামকে প্রতি মাসে আড়াই হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার বিরুদ্ধে হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে রাজ্যপালকে একটি স্মারকলিপি দেওয়ার কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল। ঠিক হয়েছিল যে ২৪শে এপ্রিল কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে জমায়েত হয়ে মিছিল করে মেট্রো চ্যানেল অথবা রাণী রাসমণি রোড পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে একটি প্রতিনিধিদল রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালকে স্মারকলিপি জমা দেবে। সেইমত অনুমতি প্রার্থনা করে লালবাজারে যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (সদর)-এর দপ্তরে দরখাস্ত জমা দিতে যাওয়া হয়েছিল। তাঁর দপ্তর থেকে প্রথমে বলা হল যে ২৪ তারিখে অন্যদের কর্মসূচী আছে, তাই ওইদিন অনুমতি দেওয়া যাবে না। তখন আবার ২৫ এপ্রিলের জন্য নতুন করে দরখাস্ত লিখে নিয়ে যাওয়া হল। লালবাজারে কয়েকবার উপর-নীচ করার পর যুগ্ম কমিশনার (সদর)-এর পি.এ. পরিষ্কার বলে দিলেন যে হিন্দু সংহতির কোন দরখাস্তই গ্রহণ করা হবে না। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে জানা গেল যে এটাই যুগ্ম কমিশনার জাভেদ শামিম্-এর নির্দেশ। তাই এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে। তখন হিন্দু সংহতির কর্মকর্তারা জাভেদ শামিম-এর সঙ্গে দেখা করার অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইলেন। কিন্তু তাঁর পি.এ. অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলেন না এবং লালবাজারের ও.সি.র কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সেই অফিসার অর্থাৎ ও.সি. সংহতি কর্মকর্তাদেরকে কোনভাবেই যুগ্ম কমিশনারের সঙ্গে দেখা করার সময় দিলেন না। ফলে হিন্দু সংহতির দরখাস্তই তাঁরা জমা নিলেন না।

এই একই ইস্যুতে লালবাজার বিজেপি ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে কলকাতায় সভা ও মিছিল করার অনুমতি দিয়েছে। আরও দেখা গেল যে, জেলায় জেলায় হিন্দু সংহতির কোন প্রকাশ্য সভা সমাবেশ করারই অনুমতি প্রশাসন দিচ্ছে না। সুতরাং, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে হিন্দু সংহতিকে কার্যকলাপ করতে না দেওয়া শুধু লালবাজারের চক্রান্ত নয়। কারণ জেলা পুলিশ লালবাজারের অথবা কলকাতা পুলিশ কমিশনারের অধীনে পড়ে না। সেগুলি রাজ্য পুলিশের অধীনে। এবং রাজ্য পুলিশ রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে। স্বরাষ্ট্র দপ্তর মমতা ব্যানার্জীর অধীনে। সুতরাং, হিন্দু সংহতিকে আটকে রাখা এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ করতে না দেওয়ার কাজটি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীই করছেন, আর কেউ নয়।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, হিন্দু সংহতির মত একটি ক্ষুদ্র সংগঠনকে আটকে দেওয়ার চেষ্টা বিপুল ভোটে ক্ষমতায় বসা মমতাদেবী কেন করছেন? কয়েকমাস আগেও এর উত্তরটা দেওয়া হয়ত একটু কঠিন ছিল। এখন এর উত্তরটা বোঝা আর কঠিন নয়। উত্তর একাধিক। প্রথমতঃ, ইতিমধ্যে রাজ্যবাসীর কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের প্রধান কাজই হল মুসলিম তোষণ করা। ইমাম ভাতা, মুয়াজ্জিন ভাতা, দশ হাজার মাদ্রাসাকে স্বীকৃতিদান, উর্দুকে দ্বিতীয় ভাষা ঘোষণা, ওবিসি সংরক্ষিত চাকুরির প্রায় সবটাই মুসলিমের হাতে তুলে দেওয়া, মুসলিম ছাত্রদের জন্য ঢালাও বৃত্তি দেওয়া, মুসলিম ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে সাইকেল, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মেডিকেল কলেজ তৈরির সিদ্ধান্ত যেখানে আরবি ভাষা ও ইসলামিক ইতিহাস পড়া বাধ্যতামূলক, রাজারহাটে কুড়িতলা হজ মঞ্জিল করার সিদ্ধান্ত। এসব দেখে রাজ্যবাসীর মনে হচ্ছে যে এই সরকার শুধু মুসলমানের কাজ করার জন্যই তৈরি হয়েছে। শুধু তাই নয়, ৩রা এপ্রিল নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সরকার আয়োজিত ইমাম সভায় কয়েকজন বক্তা ইমাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, মুসলিম দেশেও মুসলমানদের জন্য যা করা হয় না, এমনকি সৌদি আরবেও সরকার মুসলমানদের জন্য যা করেনি, এখানে দিদির সরকার তা করেছে। এর পূর্বে কলকাতার রেড রোডে ঈদের জমায়েতে তাবড় ইমামরা মমতা ব্যানার্জীকে ধমক ও হুমকি দিয়েছিলেন। তারপর থেকেই সরকারের এইসব পদক্ষেপ। মমতাদেবীর এখন প্রধান পরামর্শদাতা ইমাম বরকাতি, ত্বহা সিদ্দিকী ও সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। হিন্দু সংহতি অতি ক্ষুদ্র সংগঠন হলেও বহু জেলায় হিন্দুদের ধর্ম, সম্পত্তি ও আত্মসম্মান রক্ষায় এই সংগঠন একটা বড় ভূমিকা নিয়েছে। গ্রামাঞ্চলে হিন্দুরা দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। তাই ইসলামিক মৌলবাদী শক্তির কাছ থেকে মমতার উপর চাপ এসেছে হিন্দু সংহতিকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার। এই কারণেই ১৪ ফেব্রুয়ারী হিন্দু সংহতির চতুর্থ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর জনসভাকে বানচাল করতে পুলিশের আপ্রাণ চেষ্টা এবং সেই চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় আরও ক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া। এই হচ্ছে প্রথম কারণ।

আরও একটি কারণ আছে। ইতিমধ্যেই মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে পরিবর্তনের পর শাসক মমতা স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতায় আচ্ছন্ন। বিন্দুমাত্র বিরোধিতা এবং অন্যের তিলমাত্র প্রশংসা তিনি সহ্য করতে পারেন না। পার্ক স্ট্রিট ধর্ষণ, দময়ন্তী সেন, কাটোয়া ধর্ষণ, রেলমন্ত্রী দীনেশ গোস্বামীর অপসারণ প্রভৃতি বহু ঘটনা তার প্রমাণ। তাই হিন্দু সংহতির উত্থান ও জনপ্রিয়তা তাঁর চক্ষুশূল হয়েছে। তাঁর ইঙ্গিতে তাঁকে খুশি করতে হিন্দু সংহতির বিরুদ্ধে পুলিশ ও প্রশাসন আইন মানছে না, কোর্টের আদেশ মানছে না ও সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হিন্দু সংহতিকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। অত্যন্ত বেদনার কথা যে রাজ্যের বহু সিনিয়র আই.এ.এস., আই.পি.এস. অফিসারও মমতা ব্যানার্জীর স্বৈরতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারছেন না। আর রাজ্যের অভিজ্ঞ ও সিনিয়র মন্ত্রীদের অবস্থা দেখলে তো করুণা হয়।

এর ফল রাজ্যের জন্য তো ভয়াবহ হচ্ছেই। এছাড়া আরও একটি বিপজ্জনক পরিণাম হতে পারে। হিন্দু সংহতিকে যখন প্রকাশ্য ও গণতান্ত্রিক কর্মসূচী পালন করতে দেওয়া হচ্ছে না, তখন হিন্দু যুবকদের মধ্যে একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া হবে, এবং তার ফলে হিন্দু যুবকরা হিন্দু সংহতির শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে গুপ্ত কার্যকলাপ ও উগ্রপন্থার দিকে ঝুঁকে যেতে পারে। হিন্দু যুবকদেরকে এইভাবে উগ্রপন্থার দিকে ঠেলে দেওয়া— এটা হয়ত কোন একটি লবির গভীর চক্রান্ত হতে পারে। 'ইসলামিক জঙ্গী গোষ্ঠী' আজ সারা পৃথিবীতে একটি অতি প্রচলিত শব্দ। এর ফলে সার্বিকভাবে ইসলামের বদনাম হয়। সেই বদনামের ভাগীদার অন্যদেরও করতে পারলে তাদের বদনামের বোঝাটা খানিকটা হাল্কা হয়। তাই হিন্দু সন্ত্রাসবাদী বা হিন্দু জঙ্গী গোষ্ঠী নির্মাণের পিছনে কোন গভীর আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র থাকতে পারে। তা অনুধাবন করতে না পেরে মমতাদেবী হয়ত সেই ষড়যন্ত্রে পা দিয়েছেন। হিন্দু সংহতির কর্মী সদস্যরা যেন সেই চক্রান্তের শিকার হয়ে ভুল করে না বসে—সে বিষয়ে তাদের সাবধান থাকতে হবে।

নিউ টাউন থানার ঘুনি গ্রামের একটি এফ. আই. আর

ঘুনি গ্রামে দুষ্কৃতিদের তাণ্ডবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে অসহায় গৃহবধূ।

মহাশয়,

আমি তাপস হালদার, পিতা পিযূষ হালদার, দীর্ঘ ১৫-১৬ বৎসর উত্তর ঘুনি পাড়ায় বসবাস করে আসছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৫ই এপ্রিল ১০-৩০ হইতে ১১টার সময়ে আমার বাড়ির পাশের কিছু যুবক আমার উপর চড়াও হয়ে মারধর শুরু করে। অকথ্য গালিগালাজ এবং লাথি, চড়, কিল ও ঘুসি মারতে থাকে। মারার পর আমাকে আবার ঘর থেকে বের করে নিয়ে মাঠের মধ্যে ফেলে উলঙ্গ করে আমার পুরুষ অঙ্গে থুতু, মুখে থুতু, থাপ্পড় চড় মারে ও মজা করতে থাকে। শেষে ব্রিজের উপর নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিয়ে পিঠে বাঁশ দিয়ে পা দিয়ে ডলতে থাকে। এই কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল তারা হল (১) আতিয়ার খাঁন, (২) আতিয়ার গাজি, (৩) আতিয়ার খানের তিন ভাই (৪) সঞ্জয় বেরা, (৫) দিবাকর মণ্ডল (৬) গৌতম মিস্ত্রী আর ১০-১২ জন মুসলমান যাদের নাম আমার জানা নেই তবে দেখলে চিনতে পারব। আমি প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে নিম্নলিখিত ঘটনার বিবরণ উল্লেখ করছি।

আমি মোহন মন্ডল, পিতা কার্ত্তিক মন্ডল দীর্ঘ ১৭-১৮ বছর যাবৎ ঘুনি পাড়ায় (উত্তর) বসবাস করে আসছি। কিন্তু ১৫ই এপ্রিল রাত্রি ৯-১০টার সময় আমার প্রতিবেশী কিছু যুবক মাছ ধরা, ঘর বাঁধাকে কেন্দ্র করে আমাকে ও আমার স্ত্রী ও বৌমাকে ....করে। প্রথমে আমাকে বিশ্রিভাবে গালাগালি দিতে দিতে ঘর থেকে এনে লাথি, ঘুসি, চড় কিল মারতে থাকে। তারপর আমার স্ত্রীকে ও আমার বৌমাকে ঘর থেকে টেনে এনে প্রথমে চড় ও পরে লাথি মারে। যাবার সময় হুমকি দিয়ে যায় যে, আমাকে প্রাণে মেরে ফেলবে ও আমার বৌকে তুলে নিয়ে যাবার হুমকি দেয়। এই কাজের জন্য যারা দায়ী তাদের নাম নিচে দেওয়া হল—

(১) আতিয়ার খাঁন (২) আতিয়ার গাজি (৩) আতিয়ার গাজির তিন ভাই (৪) সঞ্জয় বেরা (৫) দিবাকর মন্ডল (৬) গৌতম মিস্ত্রী ও আর ১০-১২ জন যাদের দেখলে হয়ত কিছু চিনতে পারব। আর উল্লেখ করা হচ্ছে যে প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে দেখেছি যে,

১৭ই এপ্রিল, তরুণ মন্ডল, পিতা ঁকেনারাম মন্ডলের বাড়িতে থাকার ঘরটিও জ্বালিয়ে দেয় এবং বসতহীন করে দিয়েছে। তারপর সবসময় হুমকি দিচ্ছে যে, আমরা যদি বেশি বাড়াবাড়ি করি তাহলে প্রাণে মারার কথা বলছে ও মেয়ে, স্ত্রী ও বৌমাকে তুলে নিয়ে যাবে।

অতএব মহাশয়ের নিকট আমাদের একান্ত অনুরোধ যাহাতে আমরা এই জঘন্য অপরাধের অপরাধীদের যোগ্য বিচার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাহলে আমরা আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞ থাকিব।

ইতি- বিনীত—

তাপস হালদার, মোহন মন্ডল, তরুণ কুমার মন্ডল

সংবাদে প্রকাশ, এই এফ.আই.আর.-এ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশ জামিনযোগ্য ধারায় কেস দিয়েছে। অথচ যারা অভিযোগ করেছে তাদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় পুলিশ কেস দিয়েছে। এই হচ্ছে পুলিশের সুবিচার ও নিরপেক্ষতা।

১ম পাতার শেষাংশ

সংঘর্ষের পর শুনশান হলুদবেড়িয়া প্রশাসন পক্ষপাতদুষ্ট

না। অথচ মেলা কমিটির কর্মকর্তারা জানতে পারল যে আগেরদিন তাদের কাছ থেকে পুলিশ যে অভিযোগ লিখে নিয়ে এসেছিল তার উপর কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি। থানা থেকে বেরিয়ে আসতে না আসতেই তারা জানতে পারল যে হলুদবেড়িয়া মোড়ে প্রায় দু'শো জন লোক তাপস মণ্ডলকে ধরে প্রচণ্ড মেরে প্রায় আধমরা করে দিয়েছে। মেলা কমিটির লোক আর হলুদবেড়িয়া মোড় দিয়ে গ্রামে ফিরে যাবার সাহস করতে পারল না। তারা অন্য রাস্তা দিয়ে গ্রামে ফিরে গেল।

এই ঘটনার খবর ততক্ষণে আশপাশের গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। উত্তেজনা আগে থেকেই ছিল। নিরীহ সাধারণ মানুষের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। আগেরদিন মেলায় ভাঙচুর, মন্দির অপবিত্র, জয়ন্ত হালদার ও তাপস মণ্ডলের আহত হওয়া এবং তার আগের দীর্ঘ দিনের অত্যাচার-এসবের প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হল। রাত্রি প্রায় ৮টা নাগাদ পার্শ্ববর্তী উরেল চাঁদপুর, আতাসুরা, কামারপুকুরিয়া, করামনুরাজ, মাইতিরহাট প্রভৃতি গ্রামের প্রায় ৫০০-৬০০ যুবক একত্রিত হয়ে হলুদবেড়িয়া মোড়ে ৮-১০টি দোকান ভাঙচুর করে। সেখানকার মুসলিমরা ভয়ে পালিয়ে যায়।

রাত্রি প্রায় ১১টা থেকে বিশাল পুলিশ ও র‍্যাফ বাহিনী উক্ত হিন্দুপ্রধান গ্রামগুলিতে ঢুকে প্রচণ্ড অত্যাচার শুরু করে এবং বহু হিন্দুকে গ্রেপ্তার করে। কামারপুকুরিয়া গ্রামের রবীন নস্কর, প্রসেনজিৎ হালদার ও রণজিৎ মণ্ডলকে রাস্তায় পেয়ে পুলিশ প্রচণ্ড মারধর করে ও গ্রেপ্তার করে। মাইতির হাট গ্রামে ভাত খাওয়া অবস্থায় নিশিকান্ত মণ্ডল, তরুণ মণ্ডল ও গোপাল মণ্ডলকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। আতাসুরা গ্রামের সিদ্ধেশ্বর নস্কর, জগদীশ নস্কর, অসীম মণ্ডল, নিতাই চ্যাটার্জী ও গোপাল চ্যাটার্জীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তিনজন মুসলমানকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

হিন্দুগ্রাম গুলিতে র‍্যাফের টহল ও পুলিশের হুমকি চলছে। গ্রামগুলি প্রায় পুরুষ শূন্য। মহিলারা আতঙ্কে দিন ও রাত কাটাচ্ছে। এই অবস্থায় বুধবার প্রশাসনের উদ্যোগে শান্তি বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে মুসলিমরা হিন্দুদের কাছে ৭ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করেছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পুলিশের ডি.এস.পি. পাপিয়া সুলতানা। হিন্দুরা এই দাবী মেনে নিতে পারে না। বুধবার এলাকা থেকে র‍্যাফকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং হিন্দু গ্রামগুলিতে পুরুষ নেই। যে কোন সময় বড় রকমের বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে।

সৎ-অসতের খেলা, সংস্থা ও ধর্ম

তপন কুমার ঘোষ

বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে ইন্দিরা গান্ধী তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। সেই সময় নাগরওয়ালা কেলেঙ্কারী যখন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হল (তখনও টি.ভি চালু হয়নি) সারা দেশ স্তম্ভিত হয়ে গেল। নাগরওয়ালা নামে এক ব্যক্তি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে ষাট কোটি টাকা তুলে নিয়ে এসেছিলেন কোন পদ্ধতির তোয়াক্কা না করে। এই তথ্য প্রকাশ পেলে নাগরওয়ালা খুন হয়ে যান। তারপর রাজনৈতিক নেতা ও মন্ত্রীদের দ্বারা অসংখ্য দুর্নীতি হতে হতে চূড়ান্ত হল বোফর্স কেলেঙ্কারীতে। দেশের অতি অশিক্ষিত মানুষের মুখেও আওয়াজ উঠল--- 'গলি গলি মে শোর হ্যায়, রাজীব গান্ধী চোর হ্যায়।' পরিণামে রাজীব গান্ধীর গদি তো গেলই, সারা দেশের মানুষের মধ্যে রাজনীতির প্রতি অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা তৈরি হল এবং সৎ নেতা-মন্ত্রী পাওয়ার জন্য মানুষ যেন ছটফট করতে লাগল। বি.জে.পি.-র শাসনকালে প্রমোদ মহাজন ও আম্বানিদের ঘনিষ্ঠতা দেখে, বঙ্গারু লক্ষ্মণ কাণ্ড দেখে এবং বি.জে.পি র বিপুল খরচ করার ঘটনাগুলি দেখে (হেলিকপ্টার, ফাইভ স্টার হোটেল কালচার ইত্যাদি) মানুষ বলতে লাগল, যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ এবং শিক্ষিতদের বোধোদয় হল, There is no party with difference । মানুষের মনে হতে লাগল, আর বুঝি কোন সৎ রাজনীতিবিদ পাওয়া যাবে না। এইরকম পরিস্থিতিতে ২০০৪ সালে ভাগ্যের সহায়তায় ও সোনিয়া গান্ধীর দয়ায় যিনি প্রধানমন্ত্রী হলেন, তিনি বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও সম্পূর্ণ সৎ ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত। ২০০৯ সালে তিনি আবার প্রধানমন্ত্রী হলেন। এবার তাঁর মন্ত্রীসভায় প্রবাদপ্রতিম ও চূড়ান্ত সততা সম্পন্ন ব্যক্তি এ.কে.অ্যান্টনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হয়ে এলেন। এছাড়াও মনমোহন সিং-এর মন্ত্রীসভায় প্রণব মুখার্জী, কপিল সিব্বল প্রভৃতি বেশ কয়েকজন অতি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী আছেন যাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিগত দুর্নীতির অভিযোগ ওঠেনি। কিন্তু মনমোহন সিং-এর এই দু'বারের প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে দুর্নীতির পরিমাণ আকাশ ছুঁয়েছে এবং দেশবাসীর কল্পনার সব সীমাকে পার করেছে।

সুতরাং একটা প্রশ্ন খুব বড় হয়ে দেশের সামনে দেখা দিয়েছে যে, ব্যক্তিগত সততাই কি রাজনীতিতে বা দেশ পরিচালনায় যথেষ্ট? তা হলে সৎ ব্যক্তির নেতৃত্বাধীন সরকারের দ্বারা এত সীমাহীন দুর্নীতি কী করে হল? উত্তরটা পাওয়া বোধহয় খুব কঠিন নয়। মনমোহন সিং, অ্যান্টনি, প্রণব এরা সৎ হলেও স্বতন্ত্র নন। অর্থাৎ এঁদের সততা আছে, স্বাধীনতা নেই। তাঁরা তাদের স্বাধীনতাকে দলের কাছে গচ্ছিত রেখেছেন। তাই দলের প্রশ্রয়ে ও আশ্রয়ে যখন বিপুল দুর্নীতি এদের নাকের ডগা দিয়ে হয়েছে তখন এরা অসহায়ভাবে তা দেখতে ও মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। এখন প্রশ্ন হল, এঁরা এদের স্বাধীনতাকে স্বাভিমানকে দলের কাছে গচ্ছিত রেখেছেন কেন? গচ্ছিত রাখতে বাধ্য হয়েছেন। তবেই তো তাঁরা ঐ গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে বসতে পেরেছেন। এরা তো জনপ্রিয় নেতা নন, নির্বাচনে জিতে নিজ অধিকারে ক্ষমতার গদিতে বসেননি। বসেছেন দলের অনুগ্রহে। দল তাঁদেরকে অনুগ্রহ করবে কেন, যদি তাঁরা দলকে ভোট বা সীট না এনে দিতে পারেন। সেইজন্য দল তাঁদের স্বাধীনতাকে বন্ধক রেখে ও আনুগত্যের মূল্যে তাদেরকে অনুগ্রহ বিতরণ করেছে ও গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীপদে বসিয়েছে। তাই ব্যক্তিগত ভাবে তাঁরা যতই সৎ হোন না কেন, দলীয় ভ্রূকুটির সামনে তাঁরা অসহায়। তাই তাদের নাকের ডগা দিয়ে, চোখের সামনে দিয়ে এত দুর্নীতি।

সুতরাং দেশবাসী আজ নতুন জ্ঞানলাভ করছে— দলীয় বা সংস্থাগত আনুগত্য চূড়ান্ত সৎ ব্যক্তিকেও চূড়ান্ত অসৎ কাজের ধারক ও বাহক করে তুলতে পারে। তাই জাতীয় জীবনে নেতৃত্ব করার জন্য যতটা সততা চাই ঠিক ততটাই চাই স্বকীয়ত্ব, স্বাতন্ত্র্য ও স্বাভিমান। আর ভারতীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আরও চাই সেই ব্যক্তির নিজস্ব জনপ্রিয়তা যাতে তিনি নিজ শক্তিতে নির্বাচনে জিতে আসতে পারেন।

এই পরিস্থিতিতে অসতের কাছে সৎ-এর অসহায় নীতিস্বীকার দেখে ৩৫০০ বছর আগে গৌতম বুদ্ধের সেই উপদেশ মনে আসে— বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি। এর অর্থ হল, তিনি শিষ্যদেরকে বলছেন, তোমরা প্রথমে বুদ্ধের অর্থাৎ ব্যক্তির অনুগত হও, তারপর সঙ্ঘের অর্থাৎ সংগঠন বা দলের অনুগত হও। কিন্তু তারও উপরে উঠতে হবে তোমাদেরকে। সর্বশেষ তোমরা ধর্মের শরণাগত বা অনুগত হও। অর্থাৎ তোমাদের সর্বশেষ দায়বদ্ধতা বুদ্ধের কাছেও নয়, সংগঠনের কাছেও নয়, ধর্মের কাছে। মনমোহন সিং-অ্যান্টনি-প্রণব মুখার্জীরা এই জায়গাটাতে সম্পূর্ণ ফেল করে গিয়েছেন। দলীয় আনুগত্যের উর্দ্ধে তাঁরা উঠতে পারেননি। উঠতে পারেননি কেন? উত্তর- যোগ্যতার অভাব। যোগ্যতার অভাব নিয়েও ওনারা দলীয় আনুগত্যের উর্ধে উঠতে পারতেন। কিভাবে? উত্তর ---যদি মন্ত্রী হওয়ার লোভ ছাড়তেন। সেই লোভ ছাড়েননি বলেই তাঁরা ধর্মচ্যুত হয়েছেন। তাই সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি-তেই থেমে গিয়েছেন। নির্যাস হল-দলের চেয়ে দেশ বড়, সংস্থার চেয়ে ধর্ম বড়। সংস্থাগত আনুগত্য ভীষ্ম, দ্রোণের মত মহাবীরকেও অসতের ক্রীড়নক করে তোলে। তাই আজ সারা দেশে এক প্রবল চেতনার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, দল ও সংস্থার চেয়ে দেশ ও ধর্ম অনেক বড়। ব্যক্তিগত সততা ও সংস্থাগত আনুগত্য ধর্মের সংরক্ষণও করতে পারে না, দেশকেও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। চাই চূড়ান্ত সততা, প্রবল ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও ধর্মীয় আনুগত্য। এখানে ধর্ম মানে ন্যায়, নীতি ও দেশভক্তি।

সর্বশেষ বিচারে মনমোহন, অ্যান্টনি, প্রণবরা আর্থিক সৎ হলেও নির্লোভী নন, ক্ষমতার লোভাতুর। দলীয় আনুগত্যের পিছনে এদের ক্ষমতার লোভ কাজ করেছে। এদের দিয়ে দেশের ভাল হবে না। যোগ্য, সৎ ও ধর্মানুগত নেতার অপেক্ষায় দেশ দিন গুনছে।

তালতলায় তাণ্ডব

মমতা ব্যানার্জীর নাকের ডগায় খোদ মধ্য কলকাতার বুকে গত ২৩শে এপ্রিল তারিখে মধ্যরাতে মণ্ডল পরিবারের গৃহবধূ অন্তিকা মণ্ডল ও সমগ্র মণ্ডল পরিবার আক্রান্ত হল তালতলার মুসলিম গুণ্ডা বাহিনীর হাতে। ৭১বি লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩-র বাসিন্দা এই মণ্ডল পরিবার। ৭১এ, লেনিন সরণির বাড়িটির দোতলায় জনৈক ব্যবসায়ী শঙ্কর পাল একটি গেস্ট হাউস স্থাপন করেছেন, উক্ত গেস্ট হাউসে স্থানীয় মুসলিম দুষ্কৃতিরা মধ্যরাত পর্যন্ত মদ্যপান ও নানারকম অসামাজিক কাজকর্ম করে থাকে। স্থানীয় তৃণমূল ও সিপিএম নেতৃত্বমণ্ডলী সবকিছু জানা সত্ত্বেও কোনো এক অজ্ঞাত কারণবশতঃ এই সমস্ত অসামাজিক কার্যকলাপে প্রশ্রয় দান করে। উক্ত গেস্ট হাউসে ঢোকা ও বেরোনোর জন্য মণ্ডল পরিবারের বাড়ির দরজাটিকে ব্যবহার করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে নানারকম অসামাজিক কাজকর্মে অতিষ্ট হয়ে অবশেষে মণ্ডল পরিবারটি তাদের বাড়ির সদর দরজাটিকে কয়েকদিন ধরে রাত ১১টার সময় তালা দিয়ে বন্ধ করে দিতেন, যাতে স্থানীয় দুষ্কৃতিরা তাদের বাড়ির সদর দরজাটিকে কোনোরকম অসামাজিক কাজে ব্যবহার না করতে পারে। এর ফলে শঙ্কর পালের প্রশ্রয়ে স্থানীয় তালতলার ৮-১০ জনের গুণ্ডাবাহিনী মহম্মদ আজমলের নেতৃত্বে গত ২৩শে এপ্রিল রাত্রি ১১-১৫ মিনিট নাগাদ মণ্ডল পরিবারের উপর চড়াও হয়, গেট খুলে দেওয়ার দাবীতে চলে অকথ্য গালাগালি। গৃহবধূ অন্তিকা মণ্ডল, স্বামী শুভজিৎ মণ্ডল এর প্রতিবাদ করতে তাদেরকে শারীরিকভাবে আক্রমণ করে মহঃ আজমল ও অন্যান্য গুণ্ডারা। সেই সঙ্গে চলে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি। শুভজিৎ মণ্ডলের বোন অর্পিতা মণ্ডলকে হুমকি দেওয়া হয় যে সে বাড়ির বাইরে বেরোলেই তার শ্লীলতাহানি করা হবে। গুণ্ডারা চলে যাবার পর গুরুতর আহত অন্তিকা মণ্ডলকে স্থানীয় এন.আর.এস. হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। এবং অর্পিতা মণ্ডল স্থানীয় তালতলা থানায় রাত্রি ১২-০৫ মিনিটে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে মহঃ আজমল, শঙ্কর পাল ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কলকাতা পুলিশ তালতলার মুসলিম গুণ্ডা বাহিনীর বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোনরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। দুষ্কৃতিরা এলাকায় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলাফেরা করছে এবং অত্যাচারিত মণ্ডল পরিবারটি আতঙ্কের মধ্যে তাদের দিন কাটাচ্ছেন। মমতার রাজত্বে যদি খোদ কলকাতার বুকে এক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের এই দুর্দশা হয় তবে গ্রাম বাংলায় দরিদ্র হিন্দুদের কি অবস্থা তা সহজেই অনুমেয়।

মারল যারা, তাদের ছেড়ে পুলিশ ধরল আক্রান্ত যাত্রীদেরই

যারা টিটাগড়ে ট্রেন আটকে যাত্রীদের বেধড়ক মারধর করল, তাদেরকে না ধরে যাঁরা মার খেলেন, পুলিশ গ্রেফতার করল তাঁদেরই তিন জনকে। গত কয়েক দিন ধরে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় পুলিশের বিরুদ্ধে বারবার যে-অভিযোগ উঠেছে, বুধবার তারই পুনরাবৃত্তি হল ব্যারাকপুর স্টেশনে।

গত ১৮ এপ্রিল বুধবার টিটাগড়ে তিনটি লোকাল ট্রেনের যেসব যাত্রী আক্রান্ত হয়েছিলেন, তাঁদেরই তিনজনকে ধরা হল কেন? পুলিশের যুক্তি, ওই তিন জন ট্রেনে তাণ্ডবের প্রতিবাদে ব্যারাকপুরে বিক্ষোভ-অবরোধে যোগ দিয়েছিলেন। জিআরপি থানায় হামলা চালানোরও অভিযোগ আছে তাঁদের বিরুদ্ধে।

কিন্তু যারা টিটাগড় স্টেশনে ক্ষুর, লাঠি, লোহার রড, চপার নিয়ে ট্রেন যাত্রীদের উপরে হামলা চালাল, তাদের ধরা হল না কেন? রেল পুলিশের এক কর্তার যুক্তি, ''আমাদের লোকবল কম। তবে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। খোঁজখবর নেওয়ার পরে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের চেষ্টা হবে।''

ভুক্তভোগী যাত্রীদের প্রশ্ন, ততদিনে ওই অভিযুক্তেরা কি নিজেদের বাড়িতে পুলিশের অপেক্ষায় বসে থাকবে? এর কোনও উত্তর অবশ্য দিতে পারেনি রেল পুলিশ। শিয়ালদহের ভারপ্রাপ্ত রেল পুলিশ সুপার চন্দ্রকান্ত মহাপাত্র শুধু বলেন, ''তদন্ত চলছে। টিটাগড়ের ঘটনায় অভিযুক্তেরা শীঘ্রই ধরা পড়বে।''

বুধবার রাতে শিয়ালদহ-কল্যাণী লোকালে এক যুবকের সঙ্গে কয়েক জন যাত্রীর বচসা হয়েছিল। ওই যুবকই মোবাইলে ফোন করে তার বন্ধুদের টিটাগড় স্টেশনে আসতে বলে। ট্রেনটি টিটাগড়ে এলে ওই যুবক নেমে যায়। ততক্ষণে কল্যাণী লোকাল টিটাগড় স্টেশন ছেড়ে দিয়েছে। ওই সময় পরপর ঢোকে নৈহাটি, ব্যারাকপুর ও শান্তিপুর লোকাল। ওই যুবকের সঙ্গীরা তিনটি লোকালের যাত্রীদের উপরে চড়াও হয়।

যাত্রীদের অভিযোগ, স্টেশনে আর পি এফ থাকা সত্ত্বেও তারা যাত্রীদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। প্রায় ৩০ মিনিট ধরে তাণ্ডব চলে টিটাগড়ে। ব্যারাকপুর পৌঁছে ওই ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ শুরু করেন আহত যাত্রীরা। পরে সেই বিক্ষোভে যোগ দেন আরও বহু যাত্রী।

অন্য দুটি সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যায় যে ইমাম ভাতা প্রদান নিয়ে এক যুবকের সঙ্গে বাকি যাত্রীদের বিতর্ক থেকে এই গণ্ডগোলের সূত্রপাত। আহতরা ব্যারাকপুর বি.এন.বোস হাসপাতালে ভর্তি।

(সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০-৪-১২)

পাচারকারীদের তাণ্ডব গ্রামে

নিজস্ব সংবাদদাতা, স্বরূপনগর ঃ বাংলাদেশি গরু পাচারকারীরা হামলা চালাল স্বরূপনগরের সীমান্তবর্তী গ্রাম তারালিতে। ৮-১০টি বাড়িতে ভাঙচুর চালায় তারা। মহিলার শ্লীলতাহানি করা হয় বলেও অভিযোগ। সোমবার হাকিমপুর বিথারি পঞ্চায়েতের তারালি গ্রাম দিয়ে গরু পাচার হচ্ছিল। বাধা দেয় বিএসএফ। জওয়ানেরা ফিরে যেতে পাচারকারীরা চড়াও হয় গ্রামে। বনগাঁ ও বসিরহাট মহকুমার সীমান্তবর্তী বহু গ্রামে নিয়মিতভাবে বাংলাদেশীদের এইরকম অত্যাচার চলছে। বাংলাদেশের সঙ্গে মৈত্রী করতে গিয়ে সীমান্তে বিএসএফকে গুলি চালাতে নিষেধ করে দিয়েছে কেন্দ্র। সেই মৈত্রীর মূল্য চোকাতে হচ্ছে আমাদের নিরীহ গ্রামবাসীদের।

২০ এপ্রিল বনগাঁ মহকুমার ট্যাংরা কলোনী গ্রামে স্কুল মাঠে আয়োজিত হিন্দু সংহতির জনসভা।

''চারঘাট চড়কপূজা''

''মাননীয় সম্পাদক, চড়কপূজা কমিটি, দূর্গাতলা, চারঘাট

মহাশয় আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে (ভোর ৪-১০ থেকে ৫-০০ ইত্যাদি) মসজিদে আজান ও নামাজ চলাকালীন আপনার অনুষ্ঠানে কোন মাইক বাজানো যাবে না। অন্যথায় আপনি আইন আমুলে আসতে বাধ্য থাকবেন।—আদেশানুসারে স্বরূপনগর থানা।''

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা ব্যানার্জী যে পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটিয়েছেন তার নবীনতম সংযোজন হল উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত স্বরূপনগর থানার চারঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতে। নীল ও চড়কপূজা উপলক্ষে বিগত ৩০ বছর ধরে দূর্গাতলা চারঘাটে শিবপূজা আয়োজিত হয়ে আসছে। স্থানীয় হিন্দুরা বিগত কয়েক বছর ধরেই জনৈক মুসলিম লাল মিয়াঁর নেতৃত্বে বারংবার মুসলিম বিরোধিতার মধ্যে এই শিব পূজার আয়োজন করছেন। গতবছর এইসময় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের শাসনকালে র‍্যাফ ও পুলিশ বাহিনী যৌথভাবে পূজামণ্ডপের উপর ভাঙচুর চালায়। কিন্তু পরিবর্তনের হাওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর পুলিশ ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে নির্লজ্জভাবে একটি বিশেষ ধর্মের তাঁবেদারি করছে এবং মসজিদ থেকে নামাজ ও আজানের সময় হিন্দু পূজা কমিটিকে লিখিতভাবে আদেশ করেছে যে তারা যেন পূজামণ্ডপ থেকে কোন মাইক না বাজায়। অন্যথায় হিন্দু পূজা কমিটির বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষে মমতার পুলিশবাহিনী আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই আইন প্রকৃতপক্ষে বেআইনি।

পশ্চিমবঙ্গের মূল শাসনকেন্দ্র রাইটার্স বিল্ডিং-এ লাল-এর বদলে সবুজ ঘাসফুল ফুটেছে, বুদ্ধদেবের বদলে মমতা এসেছে, মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক সিপিএম থেকে তৃণমূল হয়েছে, এসবই পরিবর্তনের উদাহরণ। কিন্তু পরিবর্তন হয়নি নির্লজ্জ মুসলিম তোষণের আর হিন্দু দেবদেবী লাঞ্ছনার। একদিকে সরকারী চাকুরীতে মুসলিমদের সংরক্ষণ, ইমামদের মাসিক আড়াই হাজার টাকা সরকারী বেতন, মুসলমানদের তিনকাঠা করে জমি, আর অন্যদিকে হিন্দুদের পূজার উপর মমতার পুলিশের তুঘলকি ফরমান—এটাই বর্তমান মমতার পশ্চিমবঙ্গ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পূর্বে উল্লেখিত লাল মিয়াঁ দূর্গাতলার এই চড়কপূজার বিরোধিতা করে কলকাতা হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশান দাখিল করে যাতে প্রশাসন সম্পূর্ণরূপে হিন্দুদের এই চড়কপূজাটি বন্ধ করে দেয়। কিন্তু মহামান্য আদালত এই অনায্য দাবীকে খারিজ করে দেন। যদিও মমতা তথা তার পুলিশ বাহিনীর পক্ষে মুসলিমদের এই অন্যায্য দাবীকে উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। ঠিক একইভাবে মুসলিম ভোটব্যাঙ্কের জন্য মুসলিমদের এই অন্যায্য দাবীর বিরুদ্ধে কোনরকম প্রতিবাদের সাহস দেখায়নি স্থানীয় নির্বাচিত সিপিএম গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য। মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের রায় হিন্দু পূজা কমিটির পক্ষে থাকলেও, মুসলিম তোষণকারী মমতার পুলিশবাহিনীর ভারী বুটের শব্দ ও চোখরাঙানি বাধ্য করেছে হিন্দু পূজা কমিটিকে পুলিশি ফরমান মানতে। শেষপর্যন্ত স্থানীয় হিন্দু পুরুষ ও মহিলাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার ফলে কোনমতে এবারের মত সম্পন্ন হয়েছে চারঘাট দূর্গাতলার চড়কপূজা।

২১ এপ্রিল বনগাঁ মহকুমার বাগদা থানার বাঁশঘাটা গ্রামে হিন্দু সংহতি জনসভায় এক ধর্ষিতা শিশুর মা কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। মঞ্চে উপবিষ্ট ব্রজেন বাগচী, অ্যাডভোকেট ব্রজেন্দ্রনাথ রায়, তপন ঘোষ, নিশীথ ঘোষ ও অজিত অধিকারী।

শান্তিপুরের কালীমন্দিরে গহনা লুণ্ঠন ও খুন

গত ২৫শে এপ্রিল, মধ্যরাতে নদীয়ার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত ফুলিয়া পাড়ার কালীমন্দিরে ঘটল দুষ্কৃতি তাণ্ডব। খুন হলেন বিজয় ঘোষ নামে মধ্যবয়সী যুবক। ২৫ তারিখ মধ্যরাতে একদল সমাজবিরোধী ফুলিয়া পাড়ার কালী মন্দিরে মা কালীর গহনা লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে হামলা চালায়। বিজয় ঘোষ নামে উক্ত স্থানীয় ব্যক্তি মন্দির লুণ্ঠনে বাধা দিলে সমাজবিরোধীরা মন্দিরের মধ্যেই তাকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করে। এবং কালীঠাকুরের গহনা লুণ্ঠন করে। এখনও পর্যন্ত শান্তিপুর থানার পুলিশ কোন দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ১৮ই অক্টোবর ২০০৯ কালীপুজোর ভাসানের দিন ৬/৭ জনের মুসলিম সমাজবিরোধী এখানকার মালপাড়ার ১৫৬ বছরের পুরানো শ্রীশ্রী আনন্দময়ী কালীমূর্তির উপর হামলা চালায়। কালীঠাকুরের হাত দা দিয়ে কেটে দেয় এবং প্রতিমার গা থেকে ৫ ভরি সোনার গহনা লুণ্ঠন করে। বিখ্যাত বৈষ্ণব অদ্বৈত আচার্য-র পূজিত মদনগোপাল-এর রাধারাণীর মূর্তি, কালাচাঁদ ঠাকুরবাড়ির শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি এক সময় চুরি হয়ে গিয়েছিল। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পূজিত বিগ্রহ সমাজবিরোধীরা একসময় চুরির চেষ্টা করে। দীর্ঘদিন ধরেই শান্তিপুরে কালী প্রতিমাগুলির গহনা এবং ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বিগ্রহগুলি সমাজবিরোধীদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। শান্তিপুরের দীর্ঘ কুড়ি বছরের কংগ্রেসী বিধায়ক অজয় দে এই বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন এবং পুলিশ বাহিনী নিষ্ক্রিয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য রাজনীতির পরিবর্তন ঘটলেও পুলিশের ভূমিকার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। আর পরিবর্তন ঘটেনি বৈষ্ণবগুরু অদ্বৈত আচার্যের জন্মস্থান শান্তিপুরের হিন্দু মন্দিরগুলির অপমানের।

১২ জানুয়ারি হাওড়া জেলার বাগনানে হিন্দু সংহতি আয়োজিত বিবেকানন্দ জন্মদিনে বিশাল শোভাযাত্রা। ১২০০ যুবক এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে।

হজযাত্রীদের মাথাপিছু ৬০ হাজার ভর্তুকি

২০০৮ সালে ভারত থেকে হজ করতে যাওয়া যাত্রীদের জন্য প্রতি ব্যক্তি ৬০ হাজার ৬৪০ টাকা করে ভর্তুকি দিয়েছে কেন্দ্র সরকার। গতবছর অর্থাৎ ২০১১ সালে এই ভর্তুকির পরিমাণ ছিল মাথাপিছু ৩৮ হাজার ৮০০ টাকা। ভারত সরকারে বিদেশ দপ্তর একটি হলফনামা দাখিল করে সুপ্রীম কোর্টকে এই তথ্য জানিয়েছে। এই হলফনামায় বিদেশ দপ্তর আরও জানিয়েছে যে, হজযাত্রীর সংখ্যা ১৯৯৪ সালে ২১ হাজার ৩০৫ থেকে বেড়ে ২০১১ সালে হয়েছে ১ লক্ষ ২৫ হাজার। ১৯৯৪ সালে হাজী পিছু ভর্তুকির পরিমাণ ছিল ৫ হাজার টাকা। ২০০৭ সালে ১ লক্ষ ১০ হাজার হাজীর জন্য কেন্দ্র সরকার খরচ করেছিল ৪৭৭ কোটি টাকা। কিন্তু পরের বছরই ২০০৮ সালে এই ভর্তুকি প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে হয়েছিল ৮৯৫ কোটি টাকা। স্পষ্টতই, তার পরের বছর ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের দিকে চোখ রেখেই ২০০৮ সালে এই বিপুল বৃদ্ধি হয়েছিল।

(সংবাদ সূত্র ঃ দি টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া, ১৭-৪-১২)

গত ১৪ই এপ্রিলের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে জানা গেল যে এবছর অর্থাৎ ২০১২ সালে পশ্চিমবঙ্গের হজযাত্রীদের কোটা বাড়িয়ে ১৫ হাজার করা হয়েছে। গতবছর এই সংখ্যা ছিল ৯ হাজারের কিছু বেশি।

খ্রীষ্টানরা আক্রান্ত, অনেক আহত

মুর্শিদাবাদ জেলায় খ্রীষ্টানদের প্রার্থনা চলাকালীন তাদের উপর হামলায় অনেকে আহত হয়েছেন। সংবাদে জানা যায়, মুর্শিদাবাদ জেলার নতুনগ্রাম নামক গ্রামে গত ৩০ মার্চ এক খ্রীষ্টানের বাড়িতে যখন তাদের প্রার্থনা চলছিল, তখন জনৈক মহম্মদ আনু শেখ-এর নেতৃত্বে প্রায় ১০০ জন মৌলবাদী মুসলমান সেই প্রার্থনা সভার ভিতর ঢুকে আক্রমণ করে। প্রার্থনারত খ্রীষ্টানদেরকে গালাগালি করে এবং নির্মমভাবে প্রহার করে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মুসলিম মহিলারাও খ্রীষ্টান মহিলাদের মারধর করে। ছুরি হাতে তাদেরকে তাড়া করা হয়। সবাই প্রাণভয়ে কাঁদতে কাঁদতে এদিক ওদিক পালাতে থাকে। কিন্তু মৌলবাদীরা তাদেরকে আটকায়, ধাক্কা মারে, লাথি মারে ও গালাগালি দিতে থাকে। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে খ্রীষ্টানদেরকে তাড়া করা হয়, আহত করা হয়---এ দৃশ্য প্রায় ৫০০ মুসলমান মজা করে দেখতে থাকে।

হামলাকারীদের নেতা আনু শেখ এই ঘটনার পর কোন মন্তব্য করেনি এবং কোন গোষ্ঠী এই ঘটনার দায় স্বীকার করেনি। স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে যে খ্রীষ্টান নেতাদের কাছে থেকে খবর পেয়ে তারা ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। কিন্তু কোন হামলাকারীকে গ্রেপ্তারের কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি।

[সংবাদ সূত্র ঃwww.bosnewslife.com/21259-india-muslim-militants-attack-christians-several-injured]

ভরসন্ধ্যায় লুঠ লোকালের মহিলা কামরায়

খাস কলকাতাতেই গত ২০ এপ্রিল ভর সন্ধ্যায় একটি লোকাল ট্রেনে লুঠপাট করে পালিয়ে গেল দুষ্কৃতিরা। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার পার্ক সার্কাস এবং বালিগঞ্জ স্টেশনের মধ্যে লুটপাঠের ঘটনাটি ঘটে বজবজগামী লোকালের একটি মহিলা কামরাতেই।

পুলিশ জানায়, সন্ধ্যা সওয়া ৭টা নাগাদ পার্ক সার্কাস স্টেশন থেকে ৪-৫ জন দুষ্কৃতির একটি দল বজবজগামী লোকাল ট্রেনের মহিলা কামরায় ওঠে। ছুরি, ব্লেড দিয়ে মহিলাদের ভয় দেখিয়ে মোবাইল ফোন এবং নগদ টাকা লুঠ করা হয়। অনেক মহিলা কান্নাকাটি শুরু করে দেন। তার পরে ট্রেনটি বালিগঞ্জ স্টেশনে ঢোকার আগেই চলন্ত লোকাল থেকে নেমে যায় দুষ্কৃতিরা। পুলিশি সূত্রের খবর, অন্তত সাতটি মোবাইল ফোন এবং নগদ আট হাজার টাকা লুঠ হয়েছে।

ট্রেনটি বালিগঞ্জ স্টেশনে থামার পরে মহিলা যাত্রীরা নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। রেললাইন অবরোধ করা হয়। মিনিট পনেরো অবরোধ চলে। তার পরে পুলিশ অবরোধ সরিয়ে দেয়। রেল পুলিশের ডিজি দিলীপ মিত্র বলেন, ''ঘটনার পরেই পদস্থ কর্তারা ঘটনাস্থলে গিয়েছেন। তদন্তও শুরু হয়েছে।'' পুলিশের সন্দেহ, দুষ্কৃতিদের সংগঠিত একটি চক্র এই লুঠপাটে জড়িত। চক্রটি শুধু বজবজ শাখা নয়, শিয়ালদহের অন্যান্য শাখাতেও সক্রিয়।

যাত্রীরা জানান, বিভিন্ন অফিস কাছারিতে এদিন ছুটি থাকায় ট্রেনে যাত্রীসংখ্যা কম ছিল। তাঁদের অভিযোগ, মহিলা কামরায় নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য কোনও পুলিশকর্মীরাও দেখা মেলেনি।

(সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১-৪-১২)

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.org>, <www.hindusamhatitv.blogspot.com>, <southbengalherald.blogspot.com>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 303/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Pargans,
Editor's Name & Address : Prokash Chandra Das, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012